প্রেস ব্রিফিং

স্থান: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২, বিকেল ৫:০০

- বাঙালি জাতির মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বিএনপি-জামাত হরতাল-অবরোধের নামে দেশে তান্ডব চালাচ্ছে। তারা মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে।
- দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত, ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলকে তাদের অগ্রবর্তী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করছে।
- তারা জ্বালাও-পোড়াও, মানুষ হত্যা, গাড়ী ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে সাধারণ মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করার মাধ্যমে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।
- তাদের এ অরাজকতা সৃষ্টির কারণে গত রবিবার অবরোধের সময় পুরোনো ঢাকায় বিশ্বজিৎ দাস নৃঃশংসভাবে খুন হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বজিতের খুনীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।
- বিএনপি-জামাত-শিবির মানুষ হত্যা করে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা তাদের ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে।
- বিশ্বজিতের হত্যাকারী অভিযুক্ত কেউই ছাত্রলীগের কর্মী নয়।
- বিশ্বজিতের হত্যাকারী বলে অভিযুক্তদের পরিচয় জানলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। **ওবায়েদুল কাদের (তাহসিন):** নোয়াখালী জেলার হাতিয়া পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের চরকৈলাশ গ্রামে বাড়ী। আগে শিবিরের কর্মী ছিল। তার পিতা মাওলানা মহিউদ্দিন বর্তমানে সুখচর আজহারুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। তার বড় ভাই সাব্বির আহম্মদ (কাজল) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবিরের বড় নেতা ছিল। এখন মিশন গ্রুপ, ঢাকায় চাকুরি করে। তার ছোট ভাই মঞ্জুরুল কাদের (১৪) সুখচর আজহারুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থী। তার এক ছোট বোন তাহমিনা আক্তার (১০) মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে।

২। **রফিকুল ইসলাম শাকিল:** পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস রোডে বাড়ী। তার পিতা মোঃ আনছার আলী খলিফা পটুয়াখালী কর অফিসের অবসরপ্রাপ্ত পিয়ন। বিএনপি সমর্থক। তার বড় ভাই সহিদুল ইসলাম শাহিন পটুয়াখালী পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক।

৩। **মাহফুজুর রহমান নাহিদ:** পিতা-আব্দুর রহমান। ভোলা জেলার, দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণ জয়নগর গ্রামে তার বাড়ী। সে ভোলার বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে আলীম ও ফাজিল পাশ করে। তার নানা মৃত ইউনুস একজন কুখ্যাত রাজাকার ছিল। তার মামারা বিএনপি সমর্থক। আগে শিবিরের সাথে জড়িত ছিল। তার বাবা স্থানীয় জামাত নেতা। বড় ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হল শাখা শিবিরের সভাপতি। ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হত্যার আসামী।

৪। **মীর মোহাম্মদ নূরে আলম লিমন:** পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম, রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় সুলিপাড়া গ্রামে বাড়ী। নারী নির্যাতন, ছিনতাই, অপহরণসহ তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে।

৫। **ইমদাদুল হক:** পিতা-মোঃ আকরাম আলী। যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় পাঁচ কয়রা গ্রামে বাড়ী। তার চাচা শাহজাহান আলী জামাত কর্মী। স্থানীয় সামটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল।

৬। **সাইফুল ইসলাম:** পিতা-আবদুল হাই নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার চন্দনবাড়ী পূর্বপাড়ায় বাড়ী। সে জগন্নাথ কলেজের ৩য় বর্ষের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে অধ্যায়নরত।

- শুধু বিশ্বজিতের হত্যাকারীদেরই নয়, হরতাল-অবরোধের কারণে নিহত-আহত সব ঘটনারই তদন্ত হবে। দোষীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন খুনী ও সন্ত্রাসীদের কোন দলীয় পরিচয় নেই। তারা যে-ই হোক তাদেরকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ইতোমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

- দেশবাসী মনে করে, বিএনপি-জামাত বুঝতে পেরেছে যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলে তা হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির এবং দেশবাসীর দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত বিজয়। এ বিজয় নস্যাৎ করার জন্য তারা এখন উঠে পড়ে লেগেছে।
- যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য বিএনপি-জামাত জোট আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে দেশে-বিদেশে ষড়যন্ত্র করছে। তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর প্রতিনিয়ত হামলা চালাচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি-জামাতকে এ অশুভ পথ থেকে সরে এসে জনকল্যাণ ও দেশের উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। দেশের শান্তি বিনষ্ট না করার অনুরোধ জানিয়েছেন।
- বিএনপি-জামাত কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধকালে হত্যাযজ্ঞ, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানী, লাখ লাখ ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ব্যাহত করতে পারবে না। কারণ, গোটা বাঙালি জাতি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। গ্লানিমুক্তি চায়।
- পরাজিত শক্তি ও ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর অবৈধ সরকার গঠন করে।
- সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। গণতন্ত্র হত্যা করে। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে।
- তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনে। তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়। রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে।
- বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়। বিভিন্ন দূতাবাসে চাকুরী দেয়।
- ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনে স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী ও স্বীকৃত খুনীদের সংসদ সদস্য বানিয়ে জাতীয় সংসদের পবিত্রতা নষ্ট করে।
- ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত দেশব্যাপী সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, দখলের মাধ্যমে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা মুক্তিযুদ্ধকালীন নারকীয়তাকেও হার মানিয়েছে। ভোলার লালমোহন উপজেলার অন্নদা প্রসাদ গ্রামের ৮ বছরের শিশু রিতা ও পঙ্গু শেফালীও তাদের পৈশাচিকতা থেকে রেহাই পায়নি।
- বিএনপি-জামাত জোট শাহ এ এম এস কিবরিয়া এমপি, আহসানউল- াহ মাস্টার এমপি, মঞ্জুরুল ইমাম, অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস, বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো, মানিকছড়ির মদন গোপাল গোস্বামী, ছাত্রলীগ নেতা সোহেলসহ ২২ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করে।
- বিএনপি-জামাত জোট মানিক সাহা, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, হুমায়ুন কবীর বালুসহ ১৬ জন সাংবাদিক হত্যা করে। অনেককে আহত করে।
- তাদের সহযোগিতা ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দেশে জেএমবি, হিযবুত তাহরীর মত নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন সৃষ্টি হয়।
- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে মদদ দেওয়াই বিএনপি'র একমাত্র লক্ষ্য।
- তারা রমনার বটমূলে বোমা হামলা, সাতক্ষীরা ও ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা হামলা, সিলেটে হযরত শাহজালাল (রঃ) মাজারের সামনে বৃটিশ হাই কমিশনারের উপর বোমা হামলা, ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা, দেশের সব জেলায় একযোগে ৫০০ বোমা হামলা, ঝালকাঠিতে বোমা মেরে বিচারককে হত্যা, বাংলা ভাইয়ের উত্থান এসবের মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের কাছে জঙ্গীবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করে।
- তারা যুদ্ধাপরাধীদের হাতে আমাদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতির সাথে বেঈমানী করেছে।
- বিএনপি'র সেই খুন, হত্যা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকান্ড আজও থেমে নেই।
- বিএনপি যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির দাবীতে জামাতের হরতালে সমর্থন দিয়ে প্রমাণ করেছে যে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় না।
- বিজয়ের মাসে বিএনপি যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর নামে আন্দোলনের ডাক দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের নৈতিকতা হারিয়েছে।

#